

নিট পরীক্ষায় নম্বরেও কারচুপি! মামলা দায়ের হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে উত্তাল দেশ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইন্তফার দাবিতে রাজধানীর পথে বিক্ষোভে নেমেছে ছাত্র-জনতা। পুলিশ আন্দোলনকারীদের মধ্যে কার্যত খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। এই আবহে নিট পরীক্ষায় নম্বর কারচুপির অভিযোগে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। এক পরীক্ষার্থীর প্রায় ৬৭০ নম্বর গোলযোগের অভিযোগ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির বিরুদ্ধে। মামলাকারীর দাবি, নিট পরীক্ষার অ্যানসার কি-র সঙ্গে ওএমআর-এর মিল নেই। নিট পরীক্ষায় তাঁর ৬৫৯-৬৬১ নম্বর পাওয়ার কথা। কিন্তু ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-র ফল প্রকাশের পর দেখা যায় নিট-ইউজি পরীক্ষায় তিনি মাত্র ২৮৯ নম্বর পেয়েছেন। নিটের আয়োজক



সংস্থা এনটিএ-র কাছে একাধিকার জানানো সত্ত্বেও, কোনও লাভ হয়নি বলেই দাবি মামলাকারীরা। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন ওই পরীক্ষার্থী। পুনরায় ওএমআর যাচাইয়ের আবেদন করেন ওই পরীক্ষার্থী। এই মামলা গ্রহণ করে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির কাছে জবাব চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আজ, বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ওই দিন পরীক্ষক সংস্থাকে জানানো হবে, কেন নম্বরে এমন বিস্তর গোলযোগ হল। বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, কাউন্সেলিং চলছে। তাই আদালত চাইছে দ্রুত নিজেদের বক্তব্য জানাক এনটিএ।

গলায় ‘ফাঁস’ পার্কের রেলিংয়ে ঝুলছে দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ দমদম পার্কে বাড়ির রহস্যমৃত্যু। ক্লিনি পার্কের রেলিংয়ে গলায় ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম আমিরুল মোল্লা (৩৫)। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে লেকটাইন থানার পুলিশ। আত্মহত্যা নাকি গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন? তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, আজ সকালে ওই বাড়ির দেহ প্রথমে দেখতে পান প্রাভঃ অমরকারীরা। তাঁদের দাবি, পার্কের বাইরের রেলিংয়ে গামছায় ফাঁস



দেওয়া অবস্থায় পড়েছিল দেহ। প্রথমেই লেকটাইন থানার পুলিশকে খবর দেওয়া। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথমে মৃতের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। পরে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির বাড়ি হাডোয়ায়। তিনি পেশায় টাটো চালক। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির প্যার্টের পকেট থেকে একটি প্রেসক্রিপশন পাওয়া গিয়েছে। মৃতের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চিত্র ব্যক্তির শরীরে কোনও আঘাতে চিহ্ন রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে। কী কারণে এই ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি খুন, সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবারের সঙ্গেও কথা বলছে পুলিশ।

এসআইআর-এর জন্য জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রে দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যজুড়ে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন
জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে রাজ্যজুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে একাধিক জায়গায় নিয়ম বহির্ভূত বা ভুলো নথির ভিত্তিতে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র

রাজ্যের আরও কয়েকটি এলাকাতেও তদন্তকারীরা পৌঁছে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের নথি পরীক্ষা করছেন। তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য, কোথাও ভুলো নথির ভিত্তিতে জন্ম বা মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু হয়েছে কি না, কিংবা সরকারি নিয়ম না মেনে কোনও ব্যক্তিকে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা। এই কারণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের রেজিস্টার, আবেদনপত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি নিজেদের হেফাজতে নিচ্ছে পুলিশ। পরে সেই নথিগুলি থানায় নিয়ে গিয়ে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হবে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নির্দিষ্ট সংশোধনের সময় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভুলো জন্ম শংসাপত্র ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় বিজেপি অভিযোগ করেছিল, বেআইনিভাবে ইস্যু হওয়া জন্ম

অভিযান চলছে। দুর্গাপুর-সহ
● এরপর ৬ পাতায়...

‘কলঙ্ক কেন বলছেন?’ চেয়ার ছেড়ে সোজা স্পিকারের টেবিলে কুণাল, ফের উত্তাল বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ ফের স্পিকার রথীন্দ্র বোসের সঙ্গে বাদনাদুন্দে জড়ালেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয়দিনেও উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিধানসভা। এদিন স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, “গতকালের ঘটনা নিয়ে আমার কিছু বলার আছে।” তাতে



স্পিকার বলেন, “কী বলবেন আবার? যা ঘটেছে তা কলঙ্কজনক। আজ তা নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না।” এরপরই সটান স্পিকারের কাছে উঠে যান কুণাল। বলেন, “কলঙ্কের কথাটা ঠিক বললেন না, কেন বললেন?”। এ নিয়েই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা। বৃধবার নাম থাকা সত্ত্বেও কুণাল ঘোষকে বলতে না দেওয়ার

অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বিধানসভা। রীতিমতো ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে গতকালের জন্য সাসপেন্ড করা হয় কুণালকে। তাঁকে মার্শাল ডেকে বের করে দেওয়া হয়। সেই ঘটনার রেশ ধরেই আজ, বৃহস্পতিবার ফের উত্তাল হয়ে উঠল বিধানসভা। এদিন অধিবেশনে শুরুর পরই শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় স্পিকারকে বলেন,

“গতকালের ঘটনা নিয়ে আমার কিছু বলার আছে।” পালাটা স্পিকার বলেন, “কী আবার বলবেন? গতকালের ঘটনা অত্যন্ত কলঙ্কজনক।” এতেই ক্ষুব্ধ হয় কালীঘাট তৃণমূল। ‘কলঙ্কজনক’ শব্দটির তীব্র প্রতিবাদ করে তারা। এরপরই উঠে স্পিকারের কাছে চলে যান কুণাল। বলেন, “বিধানসভা

● এরপর ৬ পাতায়...

‘ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যেন হয়’ মুর্শিদাবাদের ঘটনায় কড়া শুভেন্দুর সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৩ জুলাইঃ মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে স্কুলের ছাত্রবোঝাই গাড়িতে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কা। মৃত্যু হয় চারজন পড়ুয়া ও সাইকেল আরোহীরা। সেই ঘটনায় বৃহস্পতিবার মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অভিযুক্ত গেটম্যানের কড়া শাস্তি হবে বলে জানিয়েছে। ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের প্রসঙ্গও তুলেছে শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বলেন, “একদম ছোট ছোট ফুলের মতো বাচ্চারা এই দুর্ঘটনার শিকার। সহানুভূতি কীভাবে দেখাব জানি না। এইটুকু বলব পরিবারের পাশে আছি। অর্থ দিয়ে এই ধরনের ক্ষতিপূরণ হয় না। তবুও সরকারের দায়িত্ব কারণ সরকারের মানবিক।” এই ঘটনায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক কথায় তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন কোনও ভাবেই রেয়াত করা হবে না। তিনি বলেন, “এই ঘটনা এড়ানো যেতো। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আর রেল জানিয়েছে, গেট ম্যানের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কাজ করেছে। আমি পুলিশ মন্ত্রী কথা দিছি, গেট ম্যানের চূড়ান্ত শাস্তি হবে। এটা ক্ষমার অযোগ্য। আমি পরিবারগুলোর সঙ্গে আছি। সকলের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছি। উপরওয়াল এই পরিবারকে শক্তি দিন, এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারে।” এর আগে বারই-পুর-কোঙেও শুভেন্দু অধিকারী অভিযুক্তদের ‘ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের’ পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। এবার এই ঘটনাতেও

১০০ শতাংশ ডিএ নয়, ৮৫ শতাংশ দিতে পারবে নতুন সরকার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃ সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালতে জমা দিল রাজ্য। বকেয়া ডিএ মেটাতে আদালতের কাছে কিছুটা ছাড় চাওয়া হয়েছে। কোর্টে জানানো হয়েছে, বকেয়া ডিএ-র ১০০ শতাংশের বদলে ৮৫ শতাংশ মেটাতে চায় নতুন বিজেপি সরকার। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে এই ডিএ মামলার শুনানি ছিল। সেই কারণে বুধবার রাতে রাজ্যের তরফে



জমা পড়ে স্ট্যাটাস রিপোর্ট। তবে, নতুন বৈধ গঠনের কারণে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে হবে না পূর্ব নির্ধারিত এই ডিএ মামলার শুনানি। নতুন রাজ্য সরকারের তরফে স্ট্যাটাস রিপোর্টে জানানো হয়েছে, কোষাগারে আর্থিক চাপের কারণেই ১০০ শতাংশ ডিএ দেওয়া সম্ভব হবে না। ১৫ শতাংশ ডিএ দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় চাওয়া হয়েছে কোর্টের কাছে। ২০২৮ সালের মধ্যে চার কিস্তিতে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারী প্রতিশ্রুতি দিয়ে

● এরপর ৬ পাতায়...



পুলকার দুর্ঘটনায় আহত শিশুর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই একই কথা বললেন তিনি। বলেন, “আমি পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দিছি, জেলে থাকাকালীন তদন্ত শেষ করতে কার্সিডি ট্রায়াল করিয়ে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যেন হয়। পুলিশ সুপার ডিআইজি দেখবেন। আমি এমএলএ-কে বললাম দেখতো।” একই সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী এই শোকার্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়তে বলেন গ্রামবাসীদের। তিনি জানান, “সরকার মৃত পরিবারের পাশে আছে, তবে এই পরিবারগুলি যাতে একা অনুভব না করে

হাই কোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাক্কা, মিলল না সব মামলায় রক্ষাকবচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন শুনে আপাতত সব মামলায় সার্বিক রক্ষাকবচ দিতে রাজি হল না কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলার শুনানিতে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করে আদালত জানান, এক ধরনের নির্দেশ সব মামলার ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি মামলার অভিযোগ ও পরিস্থিতি আলাদা। তাই সব ক্ষেত্রে একই ধরনের রক্ষাকবচ দিলে তদন্তের উপর প্রভাব পড়তে পারে। জানা গিয়েছে, বর্তমানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় মোট আটটি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে ডিজে-সংক্রান্ত মন্তব্যের একটি মামলায় তিনি আগেই আদালতের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেয়েছেন। তবে বাকি মামলাগুলিতেও যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা না হয়, সেই আবেদন নিয়েই তিনি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। অভিষেকের পক্ষে

আদালতে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিংবল। তিনি আদালতকে জানান, বর্তমানে যে রক্ষাকবচ রয়েছে, তা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় দায়ের হওয়া অন্য মামলাগুলিতেও একই ধরনের সুরক্ষা প্রয়োজন। তাই সব মামলায় অন্য একটি সার্বিক রক্ষাকবচ দেওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। এই আবেদনের জবাবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, যখন একটি মামলায় ইতিমধ্যেই রক্ষাকবচ রয়েছে, তখন সব মামলার জন্য একসঙ্গে একই ধরনের সুরক্ষার প্রয়োজন প্রত্যেকের পর্যবেক্ষণ, প্রতিটি মামলার অভিযোগের ধরন আলাদা। শিলিগুড়ির মামলার অভিযোগ এক রকম, আবার ভবানীপুরের মামলার অভিযোগ অন্য রকম। তাই সব ক্ষেত্রেই একসঙ্গে একই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। শুনানির সময় কপিল সিংবল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রসঙ্গও তোলেন। তবে বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর

● এরপর ৬ পাতায়...

কল্যাণকে ‘নারীবিরোধী’ বলা মভুয়াই তাঁর পাশে! সাসপেনশন প্রত্যাহারের আর্জিতে স্পিকারের দ্বারস্থ রাহুলরা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃ সংসদ থেকে সাসপেন্ড কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিতালী বাগকে কটুজি, মহিলা সাংসদদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে লোকসভার বাদল অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেনশন প্রত্যাহারের আবেদন নিয়ে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করলেন রাহুল গান্ধি সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। সৌগত রায়ের নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য সাংসদরাও। গতকালই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে সাসপেন্ড করে

কল্যাণকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তা বেআইনি। কল্যাণের বিরুদ্ধে মহিলা বিরোধীতার অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, “তিনি মহিলা বিরোধী কিনা তা অন্য বিষয়। তা বলে তাঁকে অন্যায়ভাবে

● এরপর ৬ পাতায়...

সংসদের মকর দ্বারে এনডিএ বনাম ইন্ডিয়া, নিট- সহ একাধিক ইস্যুতে সংসদ চত্বরে যুযুধান দুই পক্ষ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃ সংসদের বাদল অধিবেশনের মাঝেই বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল সংসদ ভবনের মকর দ্বার। একদিকে, ‘জীবন বাঁচাও, নিট বন্ধ করো।’ অন্যদিকে, গলা চড়িয়ে লাগাতার স্লোগান-‘যুবসমাজকে ঘেঁটে দিও না। রাহুল গান্ধি দ্রুত সেরে ওঠো। জেগে ওঠো।’ এমনই জোড়া স্লোগানে কানপাতা দায় সংসদ চত্বরে। নিট প্রশ্রয় ইস্যুতে বিরোধী ইন্ডিয়া-র সাংসদরা এ দিন কেন্দ্রী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করলে, পালাটা স্লোগান দেন শাসক এনডিএ-র সাংসদরা। একে আনোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গলা চড়াতে প্রতিযোগিতা দুই পক্ষের। সরকার-

বিরোধী যুযুধান দুই টিমের স্লোগানে, পোস্টার এবং পালাটা প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ দিন ইন্ডিয়া-র সাংসদরা কালো পোশাক পরে সংসদে এসে নিট প্রশ্রয়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়ম এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের অভিযোগ, সরকারের ব্যর্থতার কারণেই লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, এনডিএ সাংসদরা বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংসদে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ তোলেন। তাঁদের দাবি, সরকার নিট-সহ সমস্ত বিষয়েই সংসদে কোনও শর্ত ছাড়াই আলোচনার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু



বিরোধীরাই রাজনৈতিক কারণে বারবার অধিবেশন অচল করার চেষ্টায় এমন হট্টগোল-গোলমাল করছে। এদিন সংসদের মকর দ্বারে নিজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দুই পক্ষের সাংসদরা মুখোমুখি

ঘটনাও ঘটো। নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এনডিএ সাংসদদের তোপ, রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের যুবসমাজকে প্ররোচিত করছেন রাহুল গান্ধি। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন বলেন, “যদি সত্যিই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্দিগ্ন হন, তা হলে সংসদে এসে নিট নিয়ে আলোচনায় অংশ নিন।” তাঁর দাবি, আলোচনায় বসলে বিরোধীদের ‘ছিচারিতা’ প্রকাশ্যে আসবে। অন্যদিকে, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিশোর রিজিজুও বলেন, “সরকার নিট ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রস্তুত। বিরোধীরা কোন দিন এবং কতক্ষণ আলোচনা

চান, সেটাও তারা ঠিক করে দিতে পারেন।” কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া-র দাবি, শুধু আলোচনার আশ্বাস নয়। সরকারকে প্রথমে প্রশ্রয়সের দায় স্বীকার করতে হবে। তা না হলে আলোচনায় বসতে রাজি বিরোধীদের একাংশ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, দোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার দাবিতে তারা অনড়। এ দিন বিরোধীদের মিছিলে সামিল হন সেনিয়া গান্ধি থেকে অখিলেশ যাদব। এ দিকে গোটা বাদল অধিবেশনের জন্য বুধবারই সাসপেন্ড হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন তাঁকেও দেখা যায় সংসদ চত্বরে।

● এরপর ৬ পাতায়...

সব রকম ভাবে যেন সাহায্য করা হয়।” পুলকার দুর্ঘটনায় একমাত্র পুত্র ইশানুর রহমানকে হারিয়েছেন আজিজা খাতুন। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে কল্যাণ ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। আজিজার স্বামী কর্মসূত্রে সৌদি আরবে থাকেন। ছেলে হারানোর পর তিনি একা হয়ে পড়েছেন। স্বামীর জন্য এই রাজ্যে কাজের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু ১৫ দিনের মধ্যে তাঁর স্বামীর চাকরির ব্যবস্থা করবেন, আশ্বাস দিয়েছেন। আজিজা বলেন, “স্বামি বললেন, আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। পাশে আছেন। আমার স্বামী সৌদিতে থাকেন। একটাই ছেলে ছিল। এখন আমি কী নিয়ে থাকব? স্বামীর এখানে একটা চাকরির জন্য অনুরোধ করেছি। উনি আশ্বাস দিয়েছেন, ১৫ দিনের মধ্যে চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন।” পুলকারে মৃত জেসিকা শবনমের মা শেফালি খাতুনও মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়েছেন। তাঁর কথা, “আমার মেয়ে বড় হয়ে অনেক কিছু করতে পারত। কিছুই হল না। এখন একটাই আশা, কোনও ছোটখাটো চাকরিও যদি দেয় আমাকে, ছোট মেয়েটাকে মানুষ করতে পারি। আমার স্বামীর কোনও আয় নেই। আমি ওই গেটম্যানের শাস্তি চাই।” স্বজনহারা দিলার হোসেনের কথা, “মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ লক্ষ টাকার চেক দিয়েছেন। গেটম্যানের তো ভুল আছে। সরকার যা করার করবে। আসল মানুষটা তো চলেই গিয়েছে। গেটম্যানকে এখন শাস্তি দিয়েই বা কী হবে! তারও তো পরিবার আছে।”

ছাত্র বিক্ষোভে থমকে দিল্লি!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃ রাজধানী দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভের জেরে একের পর এক মেট্রো স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এবার সরাসরি হস্তক্ষেপের দাবি উঠল দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি উত্থাপন করেন সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ সিং। তিনি প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, সুপ্রিম কোর্ট-সহ রাজধানীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকায় আইনজীবী, আদালতের কর্মী এবং বিচারপ্রার্থীরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। গত কয়েক দিন ধরে যন্ত্রের মস্তুরে ককরোচ জনতা পাট-র নেতৃত্বে চলা ছাত্র বিক্ষোভ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন রাজধানীর কেন্দ্রীয় এলাকার একাধিক মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবারও সুপ্রিম কোর্ট মেট্রো স্টেশন-সহ মোট ১৬টি মেট্রো স্টেশন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। আদালতে



বিকাশ সিং বলেন, যাদের কাছে সুপ্রিম কোর্টে প্রবেশের বৈধ পরিচয়পত্র বা প্রাক্তিমিটি কার্ড রয়েছে এবং আদালতের রেজিস্ট্রি কর্মীরা যাতে নিরাপত্তা পরীক্ষা শেষে সুপ্রিম কোর্ট মেট্রো স্টেশন দিয়ে বের হতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা উচিত। তাঁর মতে, এতে সাধারণ যাত্রীদের নিরাপত্তা বজায় থাকবে, আবার আদালতের কাজও ব্যাহত হবে না। বিকাশ সিং আদালতে বলেন, মেট্রো স্টেশনের নির্দিষ্ট এলিট পয়েন্টে নিরাপত্তা পরীক্ষা করা যেতে পারে। যাদের বৈধ পরিচয়পত্র রয়েছে, তাঁদের স্টেশন থেকে বের হওয়ার অসুবিধা হওয়া হোক। অন্য যাত্রীদের অন্য স্টেশনে নেমে যেতে বলা যেতে পারে। এতে আদালতের আইনজীবী ও কর্মীদের যাতায়াতে কোনও সমস্যা হবে। এই প্রস্তাবের জবাবে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের মাধ্যমে দিল্লি মেট্রো কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, দুপুরের মধ্যেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় এবং স্টেশনগুলি খুলে না দেওয়া হয়, তাহলে তিনি নিজেই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করবেন। পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি আরও জানান, মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকার কারণে যদি

● এরপর ৬ পাতায়...

এখনও খারাপ আবহাওয়া, টানা ৫-দিন স্থগিত বৈশেধেদবী যাত্রা জম্মু(সংবাদ সংস্থা), ২৬ জুলাই : জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া এখনও খারাপ, আর সেই কারণেই বৃহস্পতিবারও স্থগিত রাখা হয়েছে বৈশেধেদবী যাত্রা। জম্মু ও কাশ্মীরের কাটাৱা এবং ত্রিকুটা পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় এই নিয়ে টানা পঞ্চম দিনের জন্য বৈশেধ দেবী যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে। পুণ্যাধীশের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত।টানা পঞ্চম দিনের মতো যাত্রা স্থগিত থাকায়, শ্রী মাতা বৈশেধ দেবী তীর্থযাত্রার বেস ক্যাম্প ও যাত্রার প্রান্তিক কেন্দ্রটি জনশূন্য ও নিস্তরু হয়ে পড়েছে। খারাপ আবহাওয়ার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই তীর্থযাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে, এই স্থগিতাদেশের কারণে কাটাৱা এলাকায় তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। তীর্থযাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন সরকারি নির্দেশনার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা পুনরায় শুরু না হওয়া পর্যন্ত যাত্রাপথের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকেন।

ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার দাবিতে কেরলমে বিক্ষোভ, কেন্দ্রকে তোপ বিজয়নের তিরস্কারপূরন, ২৬ জুলাই : ৫ নিট ইস্যুতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এবার বিক্ষোভ কেরলমে। বৃহস্পতিবার লোক ভবনের উদ্দেশে মিছিল করে স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই)। কেরলমের বিরোধী দলনেতা পিনারাই বিজয়ন বলেছেন, কেরলম এমন একটি সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যা সারা দেশের জন্য একটি আদর্শ হয়ে উঠেছে। এখন খোদ কেরলমেই সেই অগ্রগতিকে নস্যা করার এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। দিল্লিতে যে ছাত্র ও যুব আন্দোলন চলছে, তাতে এসএফআই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।পিনারাই আরও বলেন, নিট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জািলিয়াতি, প্রতারণা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটেছে। নিট এমন একটি পরীক্ষা যাতে ২৫ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের পর এই পরীক্ষায় বসে। নিট পরীক্ষার এই কেলেক্সারির পেছনে রয়েছে একটি মাফিয়া চক্র। কোনও এক কারণে, এই কেলেক্সারির মূল অপরাধীদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই, এটি এমন একটি ঘটনা যার ক্ষেত্রে গুরুতর যৌজদারি অভিযোগে মামলা দায়ের করা উচিত ছিল। দিল্লি পুলিশ শিক্ষার্থী ও যুবদের ওপর দমন-পীান চালিয়েছে। এ ধরনের অন্যা্য পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা অত্যন্ত জরুরি। এই আন্দোলনে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এমনএসইউআই কেন প্রবোদে অংশ নিচ্ছে না? এনএসইউআই এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি কংগ্রেসের অবস্থানেরই একটি অংশ। যদিও এতদিন ধরে আন্দোলন থেকে কংগ্রেসের দূরে থাকাটা ভুল ছিল, তবুও এটা ভালো যে অবশেষে রাষ্ট্রল গম্ভীর নেতৃত্বে তারা প্রতিবাদের জন্য এগিয়ে এসেছে। আন্দোলনকারীরা যেসব দাবি তুলেছে তা ন্যায্য। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীরকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে নিজের দায় এড়াতে পারেন না।

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত রোজগার মেলায় কলকাতা,২৬জুলাই : কর্ম সংস্থান,চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার স্কুল সার্ভিস কমিশন, কলেজ সার্ভিস কমিশনের মত বিভিন্ন জায়গাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করবে। কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে আজ আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত রোজগার মেলায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ইউপিএসসি মডেলকে অনুসরণ করবে। প্রধানমন্ত্রী রোজগার মেলার অনুকরনে রাজ্যে আগামী দিনে আরও এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে বড় শিল্প না আসায় অনুসারী শিল্প তৈরি হয়নি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্র উপেক্ষিত থাকায় কর্মসংস্থান হয়নি বলে তিনি জানান।

যোষণা দুরন্ত প্রকান (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দাবাবদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোষণা ভারতসরকারের পেশাল ক্রাইম ট্রাঙ্কেপ নির্দেশ অনুযায়ী খপা হচ্ছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে কড়া বার্তা ভারতের, ‘ জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে’ঃপি হরিশ

নিউইয়র্ক, ২৬ জুলাইঃরাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের বক্তব্যের কড়া জবাব দিল ভারত। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ-অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। একইসঙ্গে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগও পুনর্ব্যক্ত করেন। আমেরিকার স্থানীয় সময় বুধবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের ‘প্রাকৃতিক সম্পদ শাসনঃশান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভিত্তি’ শীর্ষক উচ্চ-স্তরের বিতর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পি হরিশ বলেন, ভারতের উদ্দেশ্য এই আলোচনায় অন্য কোনও বিষয় উপস্থাপন করা ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান এই মঞ্চকে নিজেদের ‘মিথ্যা বয়ান’ প্রচারের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছো।ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, এই ফোরামে অন্য কোনও বিষয় তালার আমাদের



কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান আজকের আলোচনাকে অপব্যবহার করে তাদের ভিত্তিহীন ও বিস্মৃতিকর বক্তব্য তুলে ধরার পথ বেছে নিয়েছে।এরপরই কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে পি হরিশ বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও রয়েছে

এবং ভবিষ্যতেও ভারতেরই অংশ হয়ে থাকবে। এটিই সাংবিধানিক ও আইনি বাস্তবতা, যা পাকিস্তান ইচ্ছাকৃত ভাবে অস্বীকার করে চলেছে।তিনি আরও অভিযোগ করেন, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহ ও আশ্রয় দিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিস্মৃতিকর প্রচারের পরিবর্তে

টালিগঞ্জে লুকাস নামে এক নতুন প্রোডাকশন হাউস-এর শুভ সূচনা হলো

নিজস্ব প্রতিনিধি,২৬জুলাই : টালিগঞ্জের এক প্রোডাকশন হাউসে নতুন বংক নামকরণের মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা হলো এক নতুন প্রোডাকশন হাউজের। নতুন প্রোডাকশন হাউজ লুকাস-এর শুভ সূচনা ঘটে গেল এদিন সন্ধ্যায় অভিনেতা দেবরাজ মুখোপাধ্যা এবং অভিনেত্রী পুলকিতা ঘোষার করকমলে। এই নতুন প্রোডাকশন হাউস লুকাসের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পরিচালক সোমনাথ ভট্টাচার্য, ভোলানাথ চক্রবর্তী, জয় ভট্টাচার্য ও সেকত,রাহুল,রাজ্জম ও অমিতদা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গার-দেবরানি ও সহেলী সহ অনান্যরা। যোগাযোগ ও প্রচার ব্যবস্থায় ছিলেন সাংবাদিক শুভঙ্কর ঘোষ। পরিচালক সোমনাথ ভট্টাচার্য ও অভিনেতা



দেবরাজ মুখার্জি বলেন, এই নতুন লুকাস প্রোডাকশন হাউস থেকে বড় ছবি করার পরিবর্তে আমাদের ছোট ছোট ছবি করার প্রয়াস ও লক্ষ্য থাকবে সব সময়ের জন্য। যাতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ও নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের বিশেষ করে অভিযোের ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ভোলানাথ চক্রবর্তী।

বগটুই মামলার মূল অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ হইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাই : বগটুই গণহত্যার অন্যতম মূল অভিযুক্ত সমীর শেখের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। চার বছরেরও বেশি সময় ধরে জেলে বন্দি সমীর শেখ শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে সিবিআই-এর দেওয়া মেডিক্যাল রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জামিনের সেই আর্জি নাকচ করে দেন। আদালতে অভিযুক্তের আইনজীবী দাবি করেছিলেন যে, সমীর শেখ ক্যান্সারের মতো মারণ রোগে আক্রান্ত, তাই চিকিৎসার প্রয়োজনে তাকে জামিন দেওয়া হোক। কিন্তু সিবিআই তাদের রিপোর্টে স্পষ্ট জানায় যে, অভিযুক্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত নন, বরং তিনি লিভারের সমস্যায় ভুগছেন এবং বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা চলছে। এদিন শুনানির সময়ে সিবিআই-এর আইনজীবী অমার্জিং দে সওয়াল করেন, অভিযুক্ত সরাসরি বগটুই গণহত্যার মতো নৃশংস ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া সে এতটাই প্রভাবশালী যে তাঁর প্রভাব এড়াতেই বীরভূম থেকে মামলা বর্ধমানে স্থানান্তর করতে হয়েছে।

সিজেপি-র ডাকা ‘চলো সংসদ’ নিয়ে তাঁর অবস্থান আরও স্পষ্ট করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা, ২৬ জুলাই : দিল্লিতে নিট পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ‘ ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি) র ডাকা ‘চলো সংসদ’ কর্মসূচি ঘিরে জাতীয় রাজনীতি উত্তপ্ত। আন্দোলনকারীদের উপর দিল্লি পুলিশের লাঠিচালনা ও কাঁদনে গ্যাস নিক্ষেপের ঘটনার পর আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তাঁর অবস্থান আরও স্পষ্ট করলেন তিনি।বিড়লা তারামণ্ডল চত্বরে আনুসারে তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা জানান, প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই ককরোচ জনতা পার্টির

তরুণদের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেইঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ জুলাই :দিল্লিতে চলমান বিক্ষোভের আবহে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানিয়েছেন, তরুণদের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, যারা তরুণদের ভবিষ্যতের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাদের রোয়াত করা হবে না।বৃহস্পতিবার সকালে এক্ষ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, আমাদের তরুণদের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই! প্রশ্নপ্রত্ন ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ‘ফাস্ট-ট্রাক আদালত’ (দ্রুত বিচার আদালত) গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সুরক্ষায় আমাদের ধারাবাহিক পদক্ষেপের অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যারা আমাদের তরুণদের ভবিষ্যতের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাদের কোনওভাবেই রোয়াত করা হবে না।

বাদল অধিবেশনের চতুর্থ দিনেও উত্তাল সংসদ, তিনটে পর্যন্ত মূলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন



নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই : সংসদের বাদল অধিবেশনের চতুর্থ দিনেও উত্তাল সংসদ। নিট-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের তুমুল হটগোলে দফায় দফায় মূলতুবি হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। প্রথমে দুপুর বারোট্টা এবং পরে দুপুর দুটো পর্যন্ত মূলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। পরে বিকেল তিনটো পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মূলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড্গে এদিন বলেছেন, আজ প্রধানমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এটি একটি উসকানিমূলক বিবৃতি। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত তবুই আমরা আলোচনায় বসতে প্রস্তুত হব। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজ্জি বলেছেন, সব দলই দাবি জানিয়েছে, নিট নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। এনডিএ-র সব শরিক দল আবারও দাবি জানিয়েছে, নিট নিয়ে আলোচনা হোক। গতকাল খাগোজি এবং বিরোধী দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে বৈঠকের পর আমাদের মনে কিছুটা আশা জেগেছিল যে, আজ হয়তো আলোচনা হতে পারবে। কিন্তু কংগ্রেস দল একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে। আমরা অনুরোধ করেছিলাম, আলোচনা কীভাবে এবং কতক্ষণ ধরে চলাবে তা আমরা নিজেদের মধ্যেই ঠিক করে নেব, কিন্তু কোনও শর্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার এই মানসিকতা ঠিক নয়, কারণ এর মাধ্যমে আপনারা আসলে আলোচনাটি বন্ধ করতে চাননি। আমরা আবারও অনুরোধ করছি, কোনও বরফ রাজনৈতিকীকরণ ছাড়াই সংসদের উভয় কক্ষ নিট পরীক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হোক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও অত্যন্ত জোরালো একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং দেশকে জানিয়েছেন, বিচার ব্যবস্থায় ‘ফাস্ট ট্রাক কোর্ট’ বা দ্রুত বিচার আদালত গঠন করা প্রয়োজন যাতে দেশে কোনও ঘটনা ঘটলে যত দ্রুত সম্ভব কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা যায়। সরকার এমন একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা অনুরোধ, আপনারা কোনও শর্ত চাপানো দা।

‘আন্দোলনের নামে রাজ্যে হিংসা ছড়ালেই কড়া ব্যবস্থা!’ নিটকাণ্ডে পাল্টা প্রচার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাই : নিট পরীক্ষার প্রত্নফাঁস বির্ক ঘিরে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া আন্দোলনের আঁচ লাগতে চলছে বাংলাতেও। আর তা ঠেকাতেই প্রত্নতি শুরু করে দিল বিজেপি। দিল্লিতে অন্তর ও বিক্ষোভের পর শুক্রবার কলকাতায় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র প্রতিবাদ কর্মসূচির প্রত্নতির মধ্যেই সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়া হল, নিট-কাণ্ডকে হাতিয়ার করে বাংলায় কোনও ধরনের রাজনৈতিক রোজগার বা অহিংস্বা্থলা অবনতির চেষ্টা করা হলে সরকার তা কড়া হাতে দমন করবে। বৃহস্পতিবারের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়, বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজি সরকার, মিডিয়া সেলের আদ্বায়ক রিমলঙ্কর নন্দ এবং রাজ্য যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক আশিস বিশ্বাস। প্রশ্নে প্রশ্নফাঁসের ক্ষেত্রে সরকারের কিছুটা বিচ্যুতির কথা মেনে নিলেও তাঁরা দাবি করেন, ক্ষেত্র এ বিষয়ে অভূতপূর্ণ কঠোর পদক্ষেপ করেছে। দিল্লির রাজপথে চলা আন্দোলনকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে তুলনা করে তাপস রায় দাবি করেছেন, এবারও এই চক্রান্ত নস্যং করুন। দিল্লিতে সিজেপি-র ব্যানারে চলা আন্দোলন এবং সোনাম গ্যাংকুকের ২৬তম দিবা অমনশ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বিজেপির তরফে। বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিং সরকার অভিযোগ করেন, দিল্লির এই বিক্ষোভের সঙ্গে নিট বা ছাত্র স্বার্থের আর কোনও সম্পর্কই অবশিষ্ট নেই।

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর জমির দখল ফিরে পেলেন ৭৬ বছরের জাজেন্দ্র সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দখলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৬ জুলাই : দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে নিজের জমির দখল ফিরে পেলেন ৭৬ বছর বয়সি জাজেন্দ্র সিং। কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন এমআইসি এবং বেহালা ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তারক সিংয়ের বিরুদ্ধে ওই জমি দখল করে রাখার অভিযোগে তুলেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বেহালা ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পিএন মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোডে অবস্থিত জমিটি বেহালা থানার পুলিশের উপস্থিতিতে দখলমুক্ত করা হয় বলে দাবি জমির মালিক পক্ষে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৯০ সালে জাজেন্দ্র সিং জমিটি ক্রয় করেন। পরে জমির মালিকানা নিয়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে আইনি বিরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ শুমানির পর ২০১৭ সালে আদালত তাঁর পক্ষেই রায় দেয়। অভিযোগ, আদালতের রায়ের পরও তিনি জমির দখল পাননি। বরং তারক সিং এই জমি ঘিরে পাঁচলি তুলে দখল করে রাখেন বলে দাবি করছেন জাজেন্দ্র সিং। জাজেন্দ্র সিং জানি, জমি ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি নবামে মুখ্যমন্ত্রী এবং তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের



কাছেও আবেদন করেছিলেন। তবে দীর্ঘদিন ধরেই সুরাহা হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর মেয়ের দাবি, জমি থাকা সত্ত্বেও পরিবার সেখানে বাড়ি নির্মাণ করতে পারেনি এবং বৃদ্ধ বাবা-মাকে মেরদের বাড়িতে থাকতে হয়েছে। জমির মালিক পক্ষের দাবি, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর পুলিশের উপস্থিতিতে এবং বিজেপি কর্মীদের উপস্থিতিতে জমিটি দখলমুক্ত করা হয়। যদিও অভিযুক্ত তারক সিংয়ের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাশিফল

মেঘঃআজকের দিনটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং উদ্দামি দিন হবে। আপনি আপনার তেতরের শক্তি অনুভব করবেন এবং উৎসাহের সঙ্গে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। এটি আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার এবং নতুন সুযোগগুলি শনাক্ত করার সময়। বিবাহের যোগ হবে। বৃষঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ সিদ্ধিসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং দ্বর্ষ। আপনার খরচে অপ্রত্যাশিত উত্থান আপনার মানসিক শক্তিকে বিস্তৃত করবে।। মিথুনঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য যোগাযোগের দিন। আপনার মধ্যে নতুন ধারণা এবং সৃজনশীলতা ফুটে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষমতা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।। কর্কটঃআত্ম-বিশ্বাসের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যাী অনুভব করবেন। যদি আপনি একটু বাড়তি টাকাপয়সা উপার্জনের উপায় খুঁজছেন-তাহলে নিরাপদ আর্থিক পরিকল্পনাগুলিতে বিনিয়োগ করুন। পরিবারের কোনও সদস্যের আচরণের কারণে আপনি বিরক্ত থাকতে পারেন। আপনার তাদের সাথে কথা বলা দরকার। সিহঃ চোখে ছানির রোগীদের দৃষ্টি বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সূর্যালোকের অতিরিক্ত সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। কান্ধের ব্যথা হবে। কন্যাঃচোখে ছানির রোগীদের দৃষ্টি বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সংস্রাে শাস্তি হতে পারে। তুল্লাঃচোখে ছানির রোগীদের দৃষ্টি বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। প্রেম আসতে পারে আজ। বৃশ্চিকঃপিতা আপনাকে সম্পঞ্জির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু মনোক্ষুধ হবেন না। মনে রাখবেন সৃষ্টিক মনকে প্রশয় দেবে, বঞ্চনা এটিকে অস্বস্ত করতে পারে। ধনঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উৎসাহ এবং নতুন সম্ভাবনার পূর্ণ হবে। সংস্রাে শাস্তি হতে পারে। মীনঃ আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়েত আপনারকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে।। কর্কঃআজকের দিনটি কুন্ত রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর হবে। শুভদিন। মীনঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিষয়ে ব্যক্তির সাথে আলোপ করবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেল লবেন। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগে বিনিয়োগ করে পারেন। বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। পরিবারের সমস্যা অথবা স্ত্রী কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। কারো অসুস্থতার জন্য সু দ্রব উপহার এবং ফুলে ভরা রোম্যান্টিক সন্ধ্যা। যদি

আবহাওয়া

স্বস্তির বৃষ্টি হয়েই চলছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃহস্পতিবারও বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা-সহ বিভিন্ন জেলায়। দক্ষিণ থেকেই আকাশের মুখভার। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শিলিগুড়ির পর থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে, উত্তরবঙ্গেও আপাতত দু'ঘণ্টার সম্ভাবনা নেই।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রেও খবর, শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা কম। শনিবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। আবহাওয়া থাকবে স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর - এই সমস্ত জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গের কোনও জেলাতেই হালু-বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি কম। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮০শতকরা। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১ টা ৫০মিনিট। ভাটা-বেলা ০৬টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫১ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫টা ০২মিনিট হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

প্রাক্তন স্পিকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ

দূরস্বাবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ২০২৬ : রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার তথা কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত করলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি বর্তমান বিধানসভার স্পিকার রবীন্দ্র বসুর কাছেও আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের আদেশ জানানবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। কৌস্তভ বাচীর অভিযোগ, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মহীন্দ্রিন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকিউরটি দপনে নিয়োগ করা হয়েছে। তার দাবি, ওই ব্যক্তি সরকারি দায়িত্ব পালনের বাইরে ব্যক্তিগত কাজেও বিধানসভার সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতেন। এমনকি দুর্গাপুজোর সময় পরিবারের সদস্যদের তুলে ব্যক্তিগত ভ্রমণেও সেই গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিজেপি বিধায়ক। তার আরও দাবি, সরকারি নিয়ম উল্লেখ্য করে বেসরকারি পেট্রোল পাম্প থেকে ওই গাড়িতে জ্বালানিও ভরানো হতো। এখানেই শেষ নয়, কৌস্তভের অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ব্যক্তি বিধানসভার একাধিক কর্মীকে বিভিন্ন সময়ে ভয়াবহীতে দেখাতেন এবং প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতেন। তিনি আরও দাবি করেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী দলনেতার দায়িত্বে ছিলেন, তখন তাঁর কর্মের সামনে ‘হাওয়াই চটির স্তূপ’ রেখে দেওয়ার যে ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনার নেতৃত্বেও নাকি ওই ব্যক্তির ভূমিকা ছিল। যদিও এই অভিযোগের পক্ষে কোনও নথি বা প্রমাণ প্রকাশ্যে আনেননি নির্জেপি বিধায়ক। বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৌস্তভ বাগচী বলেন, তাই পনোরে বছরে শুধু দুর্নীতিই নয়, বিধানসভার সরকারি সম্পদেরও অমৈতিক ব্যবহার হয়েছে। তার অভিযোগ, সরকারি গাড়ির অপব্যবহার এবং প্রশাসনিক প্রভাব খাটানোর মতো ঘটনাগুলিরও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছেন প্রাক্তন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যা়। তাঁর বক্তব্য, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অসত্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময়ে তিনি কখনও কোনও নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করেননি। অভিযোগের কোনও সত্যতা নেই বলেও দাবি করেছেন তিনি। ফলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব দর্শন নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণার উদ্যোগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কেন্দ্রের সূচনা



এই কেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠবে। বৈষ্ণব দর্শন নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনা, গবেষণা এবং জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান নতুন দিশা দেখাবে বলেও তিনি আশাবাদী। শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতাবাদী ভাবধারা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যের দীর্ঘ ইতিহাসকে আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই কেন্দ্রের পথচলা শুরু হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগে শ্রীচৈতন্য চর্চায় নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

এবার থেকে শংসাপত্র দেবেন সরকারি আধিকারিকরা, জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তিতে নয়৷ নিয়ম

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ৭ শ্রাবণ, ১৪৩৩

সমাজ সংস্কারক কেশব কার্ভে

১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বলা বাহুল্য শ্রী বিথলদাস থা্যাকারসে যিনি মুম্বাইয়ের একজন ধনী সমাজসেবী, কার্ভের কাছে মুগ্ধ হয়ে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। বিথলদাস মায়ের সম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে শ্রীমতী নখিভাই দামোদরদাস ঠাকার্সে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হয়। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার কার্ভে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি স্বীকৃতি দেয়। ভারতব্রত্ৰ ধোভো কেশব কার্ভে শুধুমাত্র একজন নারী শিক্ষার প্রসারক তথা সমাজকর্মী নন তিনি লেখক হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে কার্ভের শতমত্ জন্মদিবসে ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ কার্ভের সম্মানার্থে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। স্বাধীনতার পরে প্রথম কোনও জীবিত ব্যক্তির প্রতি এইভাবে সম্মান জ্ঞাপন। প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক ভারতব্রত্ৰ ধোভো কেশব কার্ভের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। যখন তাঁকে আবার বিয়ে করতে বলা হয়, জোর গলায় বলেছিলেন, যদি সত্যি আবার বিয়ে করেন তবে তিনি বিধবা মহিলাকে বিয়ে করবেন। বন্ধুর বিধবা বোনকে বিয়ে করায় তাঁর উপর নেমে এসেছিল সামাজিক বাড়া। ১৯৫৮ সালে তাঁর শতমত্ জন্মদিবসে ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ তাঁর সম্মানার্থে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। স্বাধীনতার পরে প্রথম কোনও জীবিত ব্যক্তির প্রতি এইভাবে সম্মান জ্ঞাপন। কে তিনি জানেন তাঁর নাম? বিদ্যাসাগর, রামমোহনের মত মনীষারা পথ দেখিয়েছেন। উর্দিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিধবা পুনর্বিবাহ ও নারী শিক্ষার প্রসারের যে সামাজিক আন্দোলন কয়েকজন মনীষার চেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছিল তার বিস্তৃতি কেবল বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল না বরং প্রসারিত হয় ভারতবর্ষের অনেকে যায়গায়। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেখানো পথে হেঁটে যারা অন্ধকার সমাজে নারী শিক্ষার জাগরণ ঘটিয়েছিলেন তাদের একজন ধোভো কেশব কার্ভে। যিনি গোটা জীবন ধরে স্বপ্ন দেখছেন বিধবাদের অবচেতনার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোকময় সূর্যের আলোয় আলোকিত করা। সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই ভারতব্রত্ৰ ধোভো কেশব কার্ভে সারাজীবন বিধবা এবং মহিলাদের জীবনে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন,তাদের জীবনে আলো ছড়িয়েছেন যদিও যে সময় তিনি সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন সামাজ মোটেও তাঁর কাজের জন্য অনুকূল ছিল না। বন্ধুর বিধবা বোনকে বিয়ে করায় কার্ভের উপর নেমে এসেছিল সামাজিক বাড়া। বিধবা আন্দলীবাহিকে বিয়ে সমাজের রক্ষনশীল অংশ ভাল চোখে নিলনা, গ্রামবাসীরা নবদম্পতিকে বয়কট করল, সঙ্গে নিদান দিলি কেউ যেন তাদের সাথে যোগাযোগ না করে। নিজের মা, ভাই বা বোনের সাথে কথাও বলতে পারতেন না কাণ্ডে। শহরে এসেও কার্ভের মা,ভাই তাঁর বাড়িতে যাননি, এবং যখন না গুরুত্বর অসুস্থ ছিলেন তখন তাঁকে সেই খবর জানানো হয়নি। একজন বিধবাকে বিয়ে করার সাহসী কাজের জন্য কার্ভেকে ভয়ঙ্কর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর

বাংলার বাঙ্গিকী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। ১৮৯৮ সালের ২৩ শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় লাঙ্গুর গ্রামে এক জমিদারবংশের তাঁর জন্ম। বাল্যকালে পিতাকে হারিয়ে তিনি মা এবং বিধবা পিসিমার আদর-শ্রদ্ধে লালিত-পালিত হন। ১৯১৬ সালে স্বগ্রামের যাদবলাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস করে তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এন্ট্রান্সে প্রবেশে ভর্তি হন। সে সময় লাহড়া গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। সেই আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯২১ সালে তিনি এক বছর অন্তরীণ থাকেন। ফলে তার শিক্ষাজীবনের একাধিক সমাপ্তি ঘটে। পরে তিনি পুরোপুরিভাবে কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে প্রায় এক বছর কারাবরণ করেন (১৯৩০)। কারামুক্তির পর কিছুকাল গ্রামে কাটিয়ে ১৯৪০ সালে তিনি স্থায়িভাবে কলকাতার বাসিন্দা হন এবং সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তারাশঙ্করের প্রথম গল্প ‘রসকলি’ সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা কল্যাণ-এ প্রকাশিত হয়। এছাড়া কালিকলম, বঙ্গদ্বী, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, পরিচয় প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়। প্রথম জীবনে কিছু কবিতা লিখলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তারাশঙ্করের প্রধান খ্যাতি। বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের মাটি ও মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবনচিত্র, স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক বেযম্য, ব্যক্তির মহিমা ও বিদ্রোহ, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের রদেধ ধন্যত্বের বিজয় ইত্যাদি তার উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তারাশঙ্কর প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩২), জলসার (১৯৩৮), ধাত্রীবেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), গণবেবতা (১৯৪৩), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪), কবি (১৯৪৪), হাঁসুলি বাঁকের উপকরণ (১৯৪৭), আরোগ্য নিকেতন (১৯৩০) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেকে গল্পে লিখেছেন। বেদে, পুঁটয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, টেকিদার, বাগদী, বোষ্টম, ডোম ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র তার গল্পে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। ‘রসকলি’, ‘বেদনৌ’, ‘ডাকহরকলি’ প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ ছোটগল্প। তারাশঙ্করের গল্পের সংকলন তিন খন্ডে সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৭৭-১৯৭৯) হয়েছে। তাঁর দুই পুরুষ, কালিন্দী, আরোগ্য নিকেতন ও জলসাধার অবলম্বনে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। তিনি ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’, ‘সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার’ ও ‘জ্ঞানপীঠ পুরস্কার’ লাভ করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলভেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি

মা সারদা দেবী



মা সারদা দেবী বলভেন, প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি মনসজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে

স্বাধীনতা সংগ্রামী তিলক অরবিন্দকে সমর্থন করতেন

রবীন্দ্রকুমার শীল (বাংলায় বিশ্বাসাগর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব এবং ‘বিধবা বিবাহ’ আইন প্রবর্তন করতে। আর মহারাষ্ট্রে বিদ্যাসাগরের মতো বালগঙ্গাধর তিলক জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে। তিনি আবার বিপ্লবী অরবিন্দের শস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করতেন।)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে খাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের



মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাদর তিলক ছিলেন অন্যতম। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সেই সমর্থন করেছিলেন। তিনি সমর্থন করেছিলেন। কেি কারণে তাঁর মতের সঙ্গে বিপ্লবী অরবিন্দের মিল দেখতে পাওয়া যায়। দুটি আদর্শ তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে মারাঠা জাতিকে সংঘবদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শক্তিশালী করা। পেশোয়ারের শাসন কালে মারাঠা জাতি শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু পেশোয়া মাধব রাও এর মৃত্যুর পর মারাঠা জাতি দুর্বল হতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে ভারতে যে ‘দিপাশী বিদ্রোহ’ হয়েছিল সেখানে মারাঠা জাতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। পেশোয়ারের নানা সাহেব সেই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। পেশোয়ারের আদি বাসস্থান ছিল মুম্বই এবং গোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল কোন্দল। তারা ছিল চিংপাবন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বালগঙ্গাধর তিলক ওই ক্ষেত্র অঞ্চলের রত্নগিরিতে ১৮৫৬ সালে ২৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশোয়ারদের মতো তিনিও ছিলেন চিংপাবন ব্রাহ্মণ। তাই পেশোয়ারের আদর্শ এবং শৈশুপ্রেম তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল। বালগঙ্গাধরের পিতামহ কেশব রাও ছিলেন পেশোয়ারের দ্বিতীয় রাজী রাওয়ের আমলে একজন মাম লতপার (রাজস্ব বিভাগের পদস্থ কর্মচারি) ছিলেন। ১৮১৮ সালে

আর মারাঠিরা তাঁকে ‘তিলক ভগবান’ বলে মনে করে।

ছোটবেলার বালগঙ্গাধর তিলক পিতার কাছ থেকেই লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন। ফলে সংস্কৃত, গণিত এবং মারাঠি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর মা পরলোকগমন করেন। সেই বছরেই তাঁকে পুনা সিটি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি লেখাপড়ায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান এবং ভাল প্রমোশন লাভ করেন। তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তিনি তাপিবাঈ নামে একজন বালিকাকে বিবাহ করেন। বালগঙ্গাধরশ্বশুর মহাই এর কাছ থেকে যৌতুক হিসাবে বই চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার অকাল মৃত্যুতে তাঁকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কষ্ট পেতে হয়নি। কারণ তাঁর পিতা বালগঙ্গাধর তিলকের শিক্ষার লাভের জন্য যথেষ্ট টাকা রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ১৮৭৩ সালে ডেকান কলেজে ভর্তি হলেন। ছোটবেলার তিনি শারীরিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল ছিলেন। তিনি শরীরকে শক্ত করতে শরীর চর্চায় মন দিতে শুরু করলেন। তার ফলে লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা হতে থাকে। একবার তিনি এম.ও পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। তিনি সাঁতারে দক্ষ ছিলেন। ১৯০০ তুর্দী ধরতে শুরু করলো তিনি একবার গঙ্গা পার হয়েছিলেন সাঁতার কেটে। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা হাতে রুটি ধরে জলে ভেসে থাকতে পারতেন। তাতে জলে রগটি জল ভিজতো না। তিনি আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন। তবে পড়াশুনায় তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে বাইরের বইও তিনি পড়তেন ভালোবাসতেন। পরীক্ষায় পাশ করাটা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, কীভাবে জ্ঞান ভাণ্ডার তৈরি করা যেতে পারে তার দিকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন। ১৮৭৬ সালে তিনি অনার্স নিয়ে পাশ করেন গ্রাজুয়েশন। তারপরে তিনি আইন পড়তে শুরু করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। আইন পাশ করে তিনি ওকালতির করার দিকে মন দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। বাল্যকাল থেকেই পিতার আদর্শ তাঁকে পথ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন যে এমনভাবে শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে করে ভারতীয়রা দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে। ভারতের উন্নতি করতে গেলে দেশময় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সবাই যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি যখন আইন পড়তেন তখন তাঁর বন্ধু ছিলেন জিজি আগারকর।

বালগঙ্গাধর এবং আগারকর এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন নিজেদের মধ্যে। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পুনাতে একটি আদর্শ স্কুল স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে বিষ্ণু চিটপুংকর, মহাদেব নামাযোশী এবং বার্মন আণ্ডে নামে তিনজন ব্যক্তির সাহায্য লাভ করলেন। এই পাঁচ বন্ধু মিলে একটি স্কুল স্থাপন করলেন তাঁর নাম দেওয়া হল ‘দি নিউ ইংলিশ স্কুল’। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা মান ক্রমশ দ্রুদে লাভ করতে থাকলো। তার ফলে সরকার থেকেই প্রশংসা লাভ করতে থাকে। তিলক এবং তাঁর বন্ধুরা এবারে স্কুল স্থাপন করেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা ভারত বাসীদের জাতীয় চেতনাকে বৃদ্ধি করতে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। একটি ‘মারাঠা’ ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হল। আর একটি ‘কেশরী’ নামে মারাঠা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ লাভ করলো। তিলক এবং আগারকর এই দুইটি পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করলেন। তাঁর নির্ভীকভাবে ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করতে শুরু করেন। দেখা গেলে দুটি পত্রিকা ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। ইংরেজরা দেশিয় রাজাদের পদনাত দেখতে পারতেন। তার ফলে প্রতিকার প্রচার করতে শুরু করেন। এই সব দেশিয় রাজাদের ওপরে যে অত্যাচার করা হতো তার দিকগুলি তুলে ধরতে শুরু করলো দুটি পত্রিকা। কোলাপুরের মহারাজার মানসিক বিকৃতি ঘটেছে বলে ইংরেজ শাসকেরা প্রচার শুরু করে তাঁর রাজাটিকে হস্তান্তর করার চেষ্টা করলে মহারাষ্ট্রে তা নিয়ে চাঞ্চল্য সৃশে দিতে শুরু করে। সকলের মধ্যেই হল যে মহারাজের বিকলে মিথ্যা কথা প্রচার করে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ইংরেজরা রাজাটাকে অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করছে। ‘মারাঠা’ এবং ‘কেশরী’ পত্রিকাকে এই রকম সন্দেহ প্রকাশ করা হল। ফলে মহারাজার মন্ত্রী মাধব রাও বার্ডে তিলক এবং আগারকরের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। মামলায় চার মাসের কারাগারে সাজা পেয়ে জেলে বন্দি হতে হলো তিলক এবং আগা রবরকে। কারাগারে সাধারণ কয়েদির মতো তাঁদেরকে রাখা হয়েছিল। জেলের থাকার সময়ে পাঁচ পাউন্ড ওজন করে গিলেছিল তিলকের। যেদিন কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন তারা সেই দিন দেশবাসী তাঁদেরকে শুভেচ্ছা দিতে থাক লেন।

জেলের দরজায় শত শত লোক উপস্থিত হয়েছিল তিলক এবং আগারকরকে অভিনন্দন করার জন্য। পূনার রেল স্টেশন পা রাখার কোণে স্থান ছিল না এত লোকের সমাবেশ হয়েছিল তিলক এবং আগারকরকে শুভেচ্ছা জানাতে।

ভারতের ক্রিকেট জগতে প্রবেশ করেছিল নোংরা রাজনীতি

শ্যাম সুন্দর ঘোষ

সকালে পার্লামেন্ট সেশন শুরু হওয়ার ঠিক আগে টিভিতে দেখলাম শরদ পাওয়ার তার মেয়েকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন, একটা কাগজও দিয়েছিলেন সেটা প্রধানমন্ত্রী পড়ছিলেন। শরদ পাওয়ার রাজনীতিতে বড় খেলোয়াড়, কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থ দেখতে, তার মতো রাজনীতিবিদ খুব কমই দেখা গিয়েছে। আর যখন যেমন তখন তেমন সেই রাজনীতি করে গিয়েছেন। জগমোহন ডালমিয়াকে চিরদিনের মত সিএবি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড থেকে। তার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে ব্যবহার করেছিলেন। জ্যোতি বসু এবং সুভাস চক্রবর্তী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেই বক্তব্যের গুরুত্ব না দিয়ে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার প্রসুন ব্যানার্জিকে ডালমিয়ার বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে ছিলেন। কিন্তু জ্যোতি বসুর সমর্থনে ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী বিভিন্ন জেলা ও বিশ্ববিদ্যালয় ভেটি খোপাড় করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রার্থীকে পরাজিত করেন।

ডালমিয়া নির্বাচনে জেতার পর শরদ পাওয়ার কি করেছিলেন? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে তার প্রবেশ নিষেধ করে দিলেন। অর্থাৎ এই রাজ্যের বাংলার প্রতিনিধিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড থেকে অনায়্য ভাবে প্রবেশ নিষেধের ব্যবস্থা করলেন। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে জগমোহন ডালমিয়ার আলাদা গুরুত্ব সেটা ভালোই বুঝিয়েছিলেন বোম্বে লবি এবং তার একসময়ের বন্ধু আইএস বিদ্রা। ভাবা যায়। যে ব্যক্তি ভারতে দুদুটো বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজনে করেছিলেন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে সচিব, সভাপতি ছিলেন, আইসিসির চেয়ারম্যান হয়েছেন ১৯৯৭ থেকে ২০০০ তাকে সিএবি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে যাতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় উপস্থিত হতে না পারেন তার জন্য বিশ্বকাপ ক্রিকেটে আর্থিক কোম্প্লেক্সারি অভিযোগ এনে সাসপেন্ড করেছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ২০০৬ সালে ৯ই এপ্রিলের সেই ঐতিহাসিক চিঠিটা (ডালমিয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। অনেকে ক্রিকেট নিয়ে চর্চা করে তাই এই চিঠিটা তাদের সাহায্য

দক্ষিণ কলকাতার প্রথম রেল গাড়িপথ করে ম্যাকলিওড

বিশেষ প্রতিবেদক

দক্ষিণ শহরতলির মার্কের হাট থেকে ফলতা পর্যন্ত একটি রেলপথ ছিল। যার নাম ছিল কালীঘাট – ফলতা রেলপথ। লন্ডনের ম্যাকলিওড রালে অ্যান্ড কোং লিমিটেডের একটি সহায়ক সংস্থা, ম্যাকলিওড অ্যান্ড কোম্পানি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে উন্মুক্ত করার জন্য চারটি বেসরকারি রেলপথ নির্মাণ করেছিল। এই চারটি রেলপথ হল। ১) কালীঘাট ফলতা রেলওয়ে। ২) আহমেদ পুর- কাটোয়া লাইট রেলওয়ে।৩) বর্ধমান-কাটোয়া লাইট রেলওয়ে এবং ৪) বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে। ১৯১৭ সালে ব্রিটেনের McLeod & Company এই রেলপথ নির্মাণ করেন। কালীঘাট - ফলতা রেলওয়ে ছিল ১৬.৯৫ মাইল (৪৩.৩৭ কিমি) দীর্ঘ একটি ২ ফুট ৬ ইঞ্চি ন্যারো গেজ রেলপথ, যা ১৯১৭



সালের ২৮শে মে বেহালার ষোলোশাপুর থেকে ফলতা পর্যন্ত চালু হয় এবং ১৯২০ সালের ৭ই মে এটিকে আরও ০.৯২ মাইল (১.৪৮ কিমি) বাড়িয়ে মার্কেরহাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। ক্লেএফআর-এর উত্তর প্রান্ত ছিল কালীঘাট, যা এখন মার্কেরহাট রেল স্টেশন নামে পরিচিত। এখানে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা রডগেজ বস্ত্র কার থেকে ন্যারো-গেজ লাইন কার স্থানান্তর করা হতো পরবর্তী পরিবহনের জন্য। ১৯৫৭ সালে এই লাইনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যে সময় ব্রিটিশ মালিক ম্যাকলিওড ভারতে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় এবং রেললাইনের এই অংশটি বন্ধ করে দেওয়াই স্রেয় মনে করে। যে জায়গা থেকে রেললাইনটি সরানো হয়েছিল, সেই জমি ব্যবহার করে বেহালার প্রশস্ত জেমস লং সরণি সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছে। রেলপথটি সতেজটি স্টেশন নিয়ে প্রায় ২৭ মাইল দীর্ঘ ছিল। তবে কয়েকটি স্থানের নাম ছিল না। কেবলমাত্র হন্ট নম্বর দিয়ে বোঝানো হত। এগুলি ছিল যথাক্রমে – কালীঘাট (নিউ আলিপুর), যোলসাধপুর (বেহালা- পাঠকপাড়া), সখের বাজার, ঠাকুরপুকুর, পেলান, ভাসা, হন্ট নম্বর ১ (উদয়রামপুর), আমতলা হাট, হন্ট নম্বর ২ (প্রতিভা নগর), হন্ট নম্বর ৩ (রাজার হাট), শিরাকোল, শিবাবীপুর, দ্বীপরি পাড়, হরিণ ডাঙ্গ, হন্ট নম্বর ৪ (বেলসিংহ), সহরার হাট ও ফলতা (সান্ত্রিক স্টেশন)। যাত্রী ছাড়াও এইপথে কয়লা ও অন্যান্য মাল গাড়িও চলতো।

সামাল দিতে। হাচেম খাঁর কৌশলের কাছে পরাজিত হন রাঘব রায়। সেই থেকে এই জায়গার নাম হয়ে যায় হেতমপুর। তবে রাঘব রায়ের মৃত্যুর পর তার ছেলে বাদী উজ



জামান খানের দপ্তরে নায়েব নিযুক্ত হন। এই সময়ই বাঁকুড়া থেকে জীবিকার সন্ধানে মুরলী ধর চক্রবর্তী নামে একজন ব্যক্তি মুসলিম পরিবারের গৃহভৃত্য হিসেবে নিযুক্ত হন। এই মুরলিখরের উত্তর পুরুষ ছিলেন চৈতন্য চক্রবর্তী। তিনি খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। এদিকে সেনাপতি হেতম খানের মৃত্যুর (১৭৫৫ সাল) পর তার খুব কাছের এবং বিশ্বস্ত হাফেজ খান হেতমপুর ফোর্টের দায়িত্ব পান। যে ফোর্ট নির্মাণ করেছিলেন হেতম খান, হেতমপুর। এই হাফিজ খান চৈতন্য চক্রবর্তীর কাছে হাফেজ হাফেজ খান হেতমপুর ফোর্টের দায়িত্ব নেন। আর এর মধ্যেই দিয়েই হেতমপুরে চক্রবর্তী পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি রূপে পোতা হয়ে যায়। চৈতন্য চক্রবর্তীর বড় ছেলে রজনখের মৃত্যুর পর তার মেজ ছেলে রাধানাথ চক্রবর্তী হাতী পরিবারের জয়গাঠী আরও বেশী দ্রতগামী হয়ে ওঠে। কারণ তিনি ছিলেন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং প্রখর দুরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনিই হেতমপুরের রাজ পরিবারের

প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৮১ সাল থেকে ১৭৯১ সালের মধ্যে তিনি ১৯ টি মৌজা অধিগ্রহণ করেন। শোনা যায় মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকেও তিনি কিছু মহাল কিনে

তিনি জমিদারীর সাথে সাথে ১৮৭৪ সালে খরা ও বন্যার সময় সাধারণ মানুষদের প্রচুর সাহায্য করেন। তার দান ধ্যান দেখে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল নর্থ বুক ১৮৭৫ সালে তাকে রাজা উপাধি দেন। ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন তাকেই আবার রাজা বাহাদুর উপাধি দেন। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে মহারাজা উপাধি দেন। ১৮৯৭ সালে মহারাজা রামরঞ্জনের পত্নী পদ্মাসুন্দরী দেবী হেতমপুরে কৃষ চন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া কিছু জমিও কলেজকে দান করেন। রাম রঞ্জনের ছিল পাঁচ পুত্র চার কন্যা। ছেলেদের মধ্যে মহিমা রঞ্জনের লেখালেখি করার শখ ছিল। তার লেখা তিন খণ্ডের বীরভূম বিবরণ (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) এক অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় ঐতিহাসিক সত্যর কাছে। এই পরিবারের সদস্যরঞ্জন শেষ ব্যক্তি যিনি ব্রিটিশদের কাছ থেকে রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। এই রাজবাড়ীতে শেষ বাস করতেন কমলা নিরঞ্নের পৌত্র মাধবীবীরজ (১৯৪০ -২০১৫)। তার কন্যা বৈশাখী চক্রবর্তী এখন এই পরিবারের রাজকন্যা।

এই রাজবাড়ীর সাথে জড়িয়ে আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ব্রিটিশদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং চারণ কবি মুকুন্দ দাস এই রাজবাড়ীতে কিছুদিন আয়গোপন করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ১২৪০ বঙ্গাব্দে মৃত ছেলে গঙ্গানারায়ণের ইচ্ছেতে রাধানাথ চক্রবর্তী দুর্গাপূজো শুরু করেন। জমিদারী চলে যাবার পর এই দুর্গাপূজা স্থানীয় মানুষরাই পূজোর ব্যয়ভার বহন করতেন। বর্তমান রাজকন্যা আবার পূজোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রাজবাড়ীর প্রাচীন রথটি আজও সচল। রথের দিন খোয়াভাতা সহকরে পালিত হয় রথযাত্রা উৎসব। রথচ প্যালেস নামে একটি প্যালেস রয়েছে।

অফবিট

যিশু খ্রিস্ট কি ভারতে এসেছিলেন? কাশ্মীরের সেই অজানা সমাধি

অভি ব্যানার্জী

শ্রীনগর। ভূদ্বর্গ কাশ্মীরের এক ব্যস্ত জনপদ। ডাল লেকের সৌন্দর্য আর শিকারা ভ্রমণের ভিড পেরিয়ে আপনি যদি পুরনো শ্রীনগরের খানিয়ার এলাকার সরু গলিতে প্রবেশ করেন, তবে একটি সাধারণ পুরনো ভবনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ানো। ভবনটি দেখতে অনেকটা মাজারের মতো, নাম ‘রোজাবাল’। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এটি কোনো সাধারণ সুফি সন্তের দরগা। কিন্তু এই দরগার ভেতরেই নাকি লুকিয়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বড় রহস্য। স্থানীয় বিশ্বাস এবং কিছু বিতর্কিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব দাবি করে-এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট! অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, যিশু তো জেরুজালেমে ত্রুশবদ্ধ হয়েছিলেন এবং পরে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন। তাহলে তিনি ভারতে আসেনো কীভাবে? কিন্তু বাইবেলের পাতায় যিশুর জীবনের একটি বিশাল অধ্যায় অনুপস্থিত। ১২ বছর বয়স থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত- এই দীর্ঘ ১৮ বছর যিশু কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন, তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ বাইবেলে নেই। ঐতিহাসিকরা একে বলেন ‘দ্য লস্ট ইয়ারস অফ জিসাস’। কোথায় ছিলেন তিনি এই দীর্ঘ সময়? তিনি কি সিক রুট ধরে পৌঁছে গিয়েছিলেন ভারতে? শিখেছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও বেদ? আজ আমরা ওলটাবো ইতিহাসের সেই ধুলোমাখা পাতা, যেখানে বিশ্বাস আর বিতর্কের এক অদ্ভুত সহাবস্থান রয়েছে।

■ **তিব্বতের হিমিস গুম্ফা ও নিকোলাস নতোভিচ**

এই রচয়ণের জট খোলার সূত্রপাত ১৮৮৭ সালে। রাশিয়ান সাংবাদিক এবং অভিযাত্রী নিকোলাস নতোভিচ ভারত ও তিব্বত ভ্রমণে আসেন। লাদাখের লেহ শহরের কাছে অবস্থিত বিখ্যাত ‘হিমিস গুম্ফা’ বা হিমিস মঠে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে থাকাকালীন প্রধান

লামা তাঁকে কিছু প্রাচীন পুঁথি বা স্ক্রোল দেখান। নতোভিচের দাবি অনুযায়ী, ওই পুঁথিগুলোতে ‘ঈশা’ নামে এক বিশেষ সন্তের জীবনী লেখা ছিল। নতোভিচ চমকে ওঠেন যখন তিনি পড়েন যে, ঈশা ইসরায়েল থেকে এসেছিলেন এবং তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। ১৮৯৪

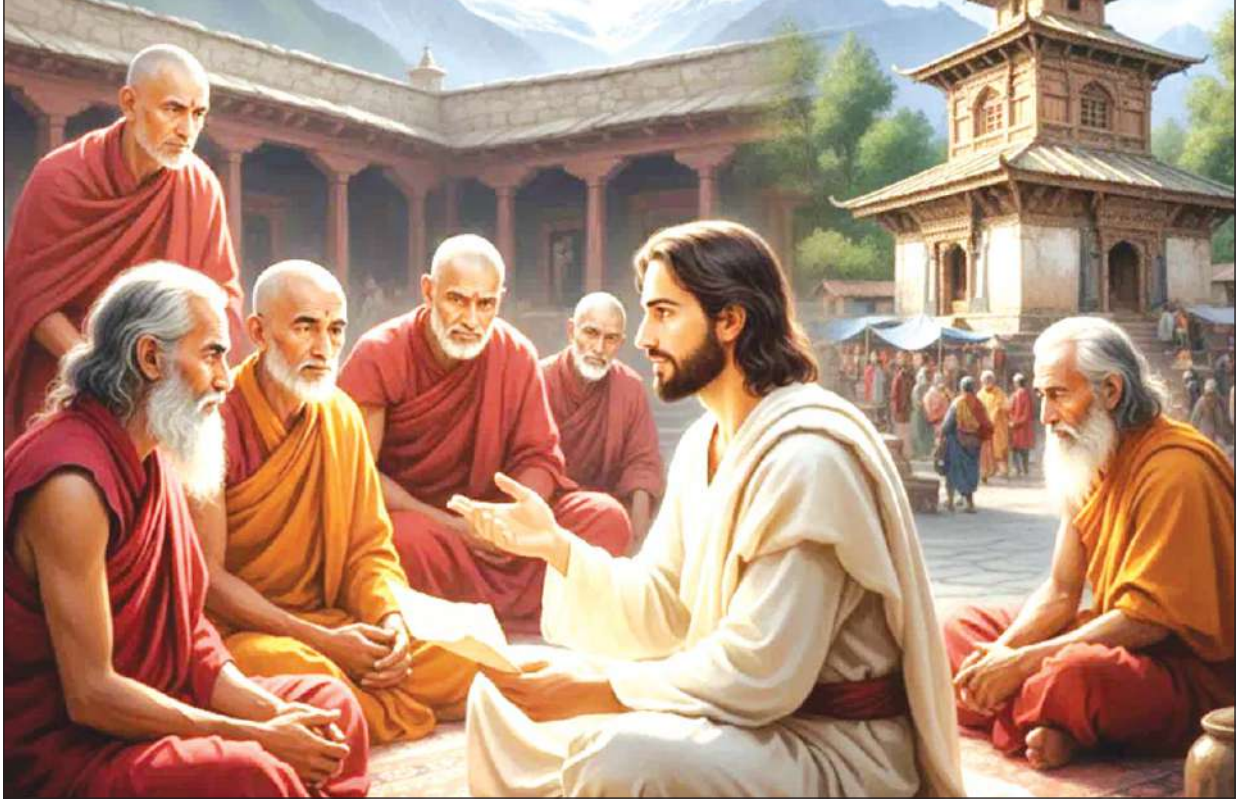
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ৩০ বছর বয়সে তিনি আবার নিজের দেশে ফিরে যান এবং ধর্ম প্রচার শুরু করেন। নতোভিচের এই বই সারা বিশ্বে তোলপাড় ফেলে দেয়। যদিও ভ্যাটিকান এবং তৎকালীন চার্চ এই দাবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেয়, কিন্তু রহস্যের বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম রীতি অনুযায়ী মৃতদেহ উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু রোজাবালের সমাধিটি ইহুদি রীতি মেনে পূর্ব-পশ্চিম মুখ করে রাখা। ● **পায়ের ছাপ-** সমাধির পাশে একটি পাথরে দুটি পায়ের ছাপ খোদাই করা আছে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেই পায়ের

শুধু বৌদ্ধ পুঁথি বা কাশ্মীরি লোককথা নয়, সনাতন ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ ভবিষ্যৎ পুরাণ-এও এক শ্বেতাঙ্গ সাধুর উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণের প্রতিসর্গ পূর্বে বর্ণিত আছে যে, রাজা শালিবাহন (যিনি বিক্রমাদিত্যের নাতি) একবার হিমালয়ের পাদদেশে শিকারে

তবুও এই কাকতালীয় মিল উপেক্ষা করা কঠিন। ■ **মুক্তিবাদী মত ও বিতর্ক** স্বাভাবিকভাবেই, মейনস্ট্রিম খ্রিস্চানিটি বা মূল ধারার খ্রিস্টান ধর্ম এই তত্ত্বকে ‘গল্পকথা’ বলে উড়িয়ে দেয়। তাদের মতে, যিশু এই ১৮ বছর সাধারণ কার্টমিস্ট হিসেবে জীবনযাপন করেছিলেন বলেই বাইবেলে তার উল্লেখ নেই। নিকোলাস নতোভিচকে অনেকে ‘প্রতারণা’ বলেও অভিহিত করেছেন। এমনকি হিমিস মঠের লামারাও পরবর্তীকালে এই পুঁথির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন (যদিও অনেকে বলেন ব্রিটিশদের চাপে তাঁরা চূপ থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন)। কিন্তু ১৯২২ সালে স্বামী অভেদানন্দ (রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী) যখন হিমিস মঠে যান, তিনিও দাবি করেছিলেন যে তিনি ওই পুঁথিগুলো দেখেছেন এবং তার অনুবাদ করেছেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যা নতোভিচের দাবিকে কিছুটা হলেও জোরালো করে।

■ **বিশ্বাস বনাম ইতিহাস** যিশু ভারতে এসেছিলেন কি না, তা হয়তো কোনোদিনও অকটি প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু এই গল্পটি আমাদের এক উদার আকাশ দেখায়। এটি আমাদের ভাবতে শেখায় যে, ধর্মের সীমানা মানুষ তৈরি করেছে, কিন্তু জ্ঞান বা সত্যের কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই। যিশু যদি সত্যিই বেনারসে বেদ বা হিমালয়ে বৌদ্ধধর্ম শিখে থাকেন, তবে তা প্রমাণ করে যে-পৃথিবীর সব মহান ধর্মের সারমর্ম আসলে এক। প্রেম, ক্ষমা এবং তাগ। রোজাবালের ওই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র শুশুে আছেন কি না জানা নেই, তবে সেই বিশ্বাসটুকু আজও কাশ্মীরের মাটিতে এক অন্যরকম পবিত্রতা মেখে রেখেছে। ইতিহাসের এই ঘূসর অধ্যায়টি তাই চিরকাল ‘জিসাস ইন ইন্ডিয়া মিস্ট্রি’ ছিঁলেই থাকুক। কারণ, কিছু রহস্যের সমাধান হয়ে গেলে তার সৌন্দর্য হারিয়ে যায়।



সালে নতোভিচ তাঁর বই ‘দ্য আননোন লাইফ অফ জিসাস ক্রাইস্ট’ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, যিশু ১৩ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে বনিকদের সঙ্গে সিক্ক রুট ধরে ভারতে চলে আসেন। তিনি প্রথমে সিন্ধু নদের অববাহিকায় আর্থিকভাবে বেদ ও উপনিষদ শেখেন। এরপর তিনি জগন্নাথ ধাম (পুরী), রাজগৃহ এবং বেনারসে গিয়ে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত হয় এবং তিনি নেপাল ও তিব্বতে গিয়ে

■ **রোজাবাল। ত্রুশবদ্ধ মানুষের সমাধি?** নতোভিচের তত্ত্ব যদি সত্যি হয়, তবে প্রশ্ন জাগে-যিশু কি ত্রুশবদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন? নাকি তিনি সেই যন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং আবার ভারতে ফিরে এসেছিলেন? কাশ্মীরের রোজাবাল দরগাটি ‘ইউজ আসাফ’ নামক এক সাধকের সমাধি। স্থানীয় ভাষায় ‘ইউজ আসাফ’ মানে হলো ‘নিরাময়কারী’। এই সমাধির কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য গবেষকদের ভাবিয়ে তোলেঃ ● **পূর্ব-পশ্চিম শ্যানো-**

ছাপে এমন দুটি ক্ষতের দাগ আছে, যা একমাত্র ত্রুশবদ্ধ মানুষের পায়েই থাকা সম্ভব। অর্থাৎ, বড় লোহার পেরেক ঠোকলে যেমন দাগ হয়, ঠিক তেমন। অনেকের মতে, ত্রুশবদ্ধ হওয়ার পর যিশু মারা যাননি। তিনি পুনরুত্থানের পর গোপনে জেরুজালেম ত্যাগ করেন এবং তাঁর মা মেরিকে নিয়ে কাশ্মীরে চলে আসেন। সেখানেই তিনি ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। বিশ্বাস করা হয়, কাশ্মীরের ‘মরি পাহাড়’ আসলে মা মেরির সমাধি। ■ **ভবিষ্যৎ পুরাণে বর্ণিত ‘ঈশাপুত্র’**

গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক ফসাঁ, দীর্ঘদেহী এবং শ্বেতবস্ত্র পরিহীত সাধুর দেখা পান। রাজা কৌতূহলী হয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চান। সেই সাধু উত্তর দেন, “আমি এক কুমারী নারীর গর্ভে জন্মেছি। আমি স্নেহছদের দেশে সত্য এবং ধর্মের প্রচার করেছি। আমি ঈশ্বরের পুত্র (ঈশাপুত্র)।” অনেকে মনে করেন, এই বর্ণনা বহুখ যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে মিলে যায়। যদিও অনেক সংস্কৃত পিঠের মতে, ভবিষ্যৎ পুরাণের এই অংশটি অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে,

১০০ শতাংশ নয়

....১ পাতার পর “রাজ্যের সঙ্গে ক্ষেত্রের ফারাক ধীরে ধীরে মেটাব। আপনারা ভেবেছিলেন ৪২ শতাংশই হয়ত দিয়ে দেব। আরার সোশ্যাল মিডিয়ায় ১০ শতাংশ বরা হচ্ছিল। ৪২ বা ১০ কোনওটাই অসি। হিসাব করে দিয়েছি। আপনি দিনে মেকআপ করবা।” এ দিকে, সপ্তম পে কমিশন গঠন করেছে শুভেন্দুর সরকার। ভোটের আগে যে প্রতিজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছিল তা ফের একবার পূরণ করল রাজা সরকার। নবান্ন থেকে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই পে কমিশনের আওতায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, ডিএ এবং অন্যান্য সুবিধা পর্যালোচনা করা হবে। বর্তমান ডিএ কাঠামো পর্যালোচনা করে নতুন বেতন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

থমকে দিল্লি!

....১ পাতার পর কোনও আইনজীবী আদালতে উপস্থিত হতে না পারেন, তাহলে সেই কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ নির্দেশ বা আদেশ জারি করা হবে না। আদালতের স্বাভাবিক কাজক্ষ্ম যাতে অথথা ব্যাহত না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে বলে তিনি স্পষ্ট করেন। এদিকে দিল্লি মেট্রো কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে যে, নিরাপত্তাজনিত কারণে সুপ্রিম কোর্ট মেট্রো স্টেশন-সহ মোট ১৬টি স্টেশন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ফলে অফিসযাত্রী, আদালতের কর্মী, আইনজীবী এবং সাধারণ যাত্রীদের বিকল্প পরিবহনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ছাত্র বিক্ষোভ ঘিরে রাজধানীর পরিস্থিতি কীভাবে এগোয় এবং মেট্রো পরিষেবা কোন স্বাভাবিক হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

মহুয়াই পাশে!

....১ পাতার পর সাসপেভ করা যায় না।” কাকলীকে পাশ্চাৎ মহিলা বিরোধী বলে আক্রমণ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কল্যাণ বলেন, “কাকলী সেই নেত্রী যিনি পাকিস্ট্রি ধর্ষণের নির্যাতনাতাকে ‘দেহ ব্যবসায়ী’ বলেছিলেন। অপ্রিমিত্রা আমাকে কাপড কাটেন বলে অবমাননা করেছিলেন। উনি নিজেই মহিলা বিরোধী।”

চেয়ার ছেড়ে সোজা স্পিকারের টেবিলে কুণাল

....১ পাতার পর ওয়াকআউট, বাদানুবাদ, মার্শাল ডেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা একেবারেই নতুন নয়। তাহলে গতকালের ঘটনাকে কলঙ্কজনক কেন বললেন? পালট। স্পিকারকে নিজে জায়গায় গিয়ে বসার নির্দেশ দেন। কিন্তু কুণাল নিজের বক্তব্য পেশে অন্যড়া। এদিন ফের তাঁর পাশে দেখা যায় মার্শালদের। তবে বের করে দেওয়ার ঘটনা। এরপরই নিজের জায়গায় গিয়ে বসেন কুণাল। যদিও তারপরও একাধিকবার উঠে আসতে দেখা যায় তাঁকে। অধিবেশন কক্ষে বিজেপি

বিধায়কদের সঙ্গেও কথাকাটাটিতে জড়ান তৃণমূল বিধায়করা। রিভেশ তিওয়ারির সদ তৃণমূল বচসা হয় কুণালের। সূত্রের খবর, এদিন ‘ঋতব্রত তৃণমূল’ের মুখা সত্যেতক আখরুজ্জামানকে নাকি কুণাল ঘোষ সাফ জানিয়েছেন, তাকে বলতে না দিলে তিনিও কাউকে বলতে দেবেন না। কুণালের আচরণের প্রতিবাদ করেন বিজেপি বিধায়করা। বিজেপির বিধায়করা বলেন, “আপনি স্পিকারের সঙ্গে তর্ক করতে পারেন না।” তৃণমূল কালীঘাট শিবিরের দাবি, এর আগে বহু সাপেক্ষেদের ঘটনা

ঘটেছে। কিন্তু কেউ কলঙ্কজনক বলেননি। এরপরেই ওয়েলে নামতে দেখা যায় কালীঘাটপন্থী তৃণমূল ও বিজেপির বিধায়কদের। দুই পক্ষের মধ্যে তৃণমূল বচসা শুরু হয়। কুণালকে সেই সময় বলতে শোনা যায়, “আমি কারও গায়ে হাত দিইনি।” দেখা যায়, এরপরই স্পিকারের টেবিলের সামনে সোজা পৌঁছে যান কুণাল ঘোষ। প্রশ্ন করেন, “কলঙ্ক শব্দটা কেন বলছেন? আমি আপনাকে সম্মান করি। কিন্তু কলঙ্ক কেন বললেন?” সেইসময় স্পিকার কুণালকে নিজের জায়গায় বসার অনুরোধ করেন।

এনডিএ বনাম ইন্ডিয়া

....১ পাতার পর গলায় গ্ল্যান্ডার বুলিয়ে বিক্ষোভে সান্নিধ্য হন তিনি। পরে সংসদের সিঁড়িতে বসেও স্লোগানিং দিতে থাকেন। তিনি নিট-এর পাশাপাশি এনসিপিসিঅই-এ মিশে যাওয়া তৃণমূলদের ২০ জন সাংসদকে কটাক্ষ করে স্লোগান দেন, ‘বিজেপির সঙ্গে সংসদে ২০ গদ্দার রয়েছে।’ সংসদের আলোবস্থা কাটাতে বৃহস্পতিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব, তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র ও সৌগত রায় লোকসভার স্পিকার ওম বিডলার সঙ্গে বৈঠক

করেন। বৈঠকে বিরোধীরা নিট ইস্যুতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি জানায়। স্পিকার জানান, নিরাম মেনেই এই বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি প্রস্তুত। প্রত্নসফ বিতর্কে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্রুত বিচারের জন্য ফার্স্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বিরোধীদের দাবি, শুধুমাত্র আদালত গঠন যথেষ্ট নয় সরকারের জবাবদিহি এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ছাড়া আদোলন থামবে না। সংসদের ভিতরে ও বাইরে এই ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

হাই কোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাক্কা, মিলল না সব মামলায় রক্ষাকবচ

....১ পাতার পর উদাহরণ টানা ঠিক হবে না। আদালত জানায়, মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও কখনও সব মামলায় একসঙ্গে সার্বিক রক্ষাকবচ দেওয়া হয়নি। প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক মামলায় অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ বা আগাম জামিন দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, রাজ্যের

পক্ষে আইনজীবী এস. ভি. রাজু আদালতকে জানান, বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করার জন্য তাঁর আরও সময় প্রয়োজন। সেই কারণে আদালত এদিন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। সব পক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণ শোনা সম্ভব না হওয়ায় মামলার পরবর্তী শুনানির

দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ৩০ জুলাই। সেদিন এই মামলার বিস্তারিত শুনানি হবে। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগও রেখে দিয়েছে আদালত। বিচারপতি জানিয়েছেন, পরবর্তী শুনানির আগে যদি কোনও মামলায় তাঁর

বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও কঠোর বা জোরপূর্বক পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তিনি অবিলম্বে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। অর্থাৎ, প্রয়োজন হলে জরুরি ভিত্তিতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ তাঁর জন্য খোলা থাকছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিকে

রাজনৈতিক মহল এবং আইনজীবী মহলের নজর থাকবে। কারণ ৩০ জুলাইয়ের শুনানিতে আদালত সার্বিক রক্ষাকবচের আবেদন নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার উপরই নির্ভর করবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া গতি।

রাজ্যজুড়ে পুলিশের অভিযান

....১ পাতার পর শংসাপত্রের ভিত্তিতেই বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, এবার সেই বিষয়টি নিয়েই তদন্তে নেমেছে প্রশাসন। অভিযানের সময় তদন্তকারীরা সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও পঞ্চায়তের কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। বারা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, আবেদন যাচাইয়ের সময় কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল এবং কোনও ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙা হয়েছিল কি না। এদিকে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যুর নিয়মে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ভুল্লো শংসাপত্র তৈরি রুশতেই সম্প্রতি ‘রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থ আন্ড ডেথ অ্যামেন্ডমেন্ট রুল, ২০২৬’ জারি করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর এই সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছে। নতুন নিয়মে আবেদন যাচাই, নথি সংরক্ষণ এবং শংসাপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে কোনও ধরনের জালিয়াতি বা অনিয়মের সুযোগ না থাকে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যুর পুরো প্রক্রিয়ায় কোনও দুর্নীতি বা বেআইনি কাজ হয়েছে কি না, তা নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখা। যদি তদন্তে অনিয়ম বা জালিয়াতির প্রমাণ মেলে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, RITU JAYSWAL alias REETU JAISWAL(Wrong Name) W/O-Sri Sanjay Kumar Jayswal residing at 1/2, Rangalal Street, P.S. Walgunge, Kolkata-700023 West Bengal, do hereby declare and shall henceforth be RITU JAISWAL (correct name) in all purpose, vide an affidavit No. 38739 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, 24 Pgs.(South) dated 20/07/2016. RITU JAYSWAL, REETU JAISWAL and RITU JAISWAL both are same and one identical person.	I, Sanjay Kumar Jayswal S/O Sheo Kumar Shaw resident of 1/2, Rangalal Street, Khiddipore, P.S.-Walgunge, Kolkata-700023 WB do hereby declare that I have changed my father's name from Sheo Kumar Jayswal (old name) to Sheo Kumar Shaw (new name) and henceforth he shall be known as Sheo Kumar Shaw in all purpose which is wrongly mentioned as Sheo Kumar Jayswal in my passport being No. A8083068, vide affidavit No. 61744 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 15.07.2026. Sheo Kumar Jayswal and Sheo Kumar Shaw both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Ittekar Larabi, S/o.- Mohammad Ali, R/o.- Old Line, Room No.- 197, P.O.- Bansberia, P.S.- Mogra, Dist.- Hooghly-712502. My Father's actual name has been wrongly recorded in my Birth Certificate & Elected's Photo Identity Card & Father's Elector's Photo Identity Card as Md Ali in place of Mohammad Ali (actual name Fa-ther's name Aadhar & Pan Card), vide an Affidavit No.17698, dt. 21.07.2026, in the Court of Ld. 1st Class, Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah. That, Mohammad Ali & Md Ali both are same and one identical person.	I, Mohammad Amin Saikh (Old Name) S/O.- Md Hossain SK resident of Vill-Sagarighi Saikhpura, Po & Ps-Sagarighi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742226 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Amin Saikh to Md Amin SK and henceforth I shall be known as Md Amin SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 15/07/2026. My name Md Amin SK & Mohammad Amin Saikh both are same and one identical person

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Md Rofikul Islam SK (Old Name) S/O.-Makkar Ali SK resident of Vill-Mahammadpur Purbapara , Po-Mahammadpur , P.S.-Nowda , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Md Rofikul Islam SK to Rofikul Islam and henceforth I shall be known as Rofikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/08/2026. My name Rofikul Islam & Md Rofikul Islam both are same and one identical person.	I, Mandal Purnima (Old Name) W/O.-Anath Mandal resident of Chanderghat, Tehatta Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Mandal Purnima to Purnima Mondal Biswas and henceforth I shall be known as Purnima Mondal Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/07/2026. My name Purnima Mondal Biswas & Mandal Purnima both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Azizul SK (Old Name) S/O-Jinu Sekh resident of Habaspur mathpara, Habaspur, Bhagangola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742179 do hereby declared that I have changed my name from Lal Mohammad Sekh to Md Mohammad Sekh and henceforth I shall be known as Azizul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/07/2026. My name Azizul Sekh & Azizul SK both are same and one identical person.	I, Lal Mohammad Sekh (Old Name) S/O-Azizul SK resident of Habaspur mathpara, Habaspur, Bhagangola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742179 do hereby declared that I have changed my name from Lal Mohammad Sekh to Md Mohammad Sekh and henceforth I shall be known as Lal Mohammad Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/07/2026. My name Lal Mohammad Sekh & Lal Mohammad Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Kayesh Sekh (Old Name) S/O-Khabiruddin SK resident of Vill-Khirkhi, Po-Uttar Mahadipur , Ps-Ermlushbazar, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732216 do hereby declared that I have changed my name from Kayesh Sekh to Kayesh SK and henceforth I shall be known as Kayesh SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/07/2026. My name Kayesh SK & Kayesh Sekh both are same and one identical person.	I, Sahena Bibi (Old Name) W/O-Sayer Sekh resident of Uttar Lakshminarayapur, Jibanti, Kandi, Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Sa-hena Bibi to Sahanj Bibi and hence- forth I shall be known as Sahanj Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/07/2026. My name Sahanj Bibi & Sahena Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Chhagbar Shaikh (Old Name) S/O-Khalek Sekh resident of Vill-Sahabpara, Po-Pashchim Bardhaman, Ps-Thanaspara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Chhagbar Shaikh to Chhakbar Sekh and henceforth I shall be known as Chhakbar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/07/2026. My name Chhakbar Sekh & Chhagbar Shaikh both are same and one identical person.	I, Khabiruddin Sekh (Old Name) S/O-Jamiruddin SK resident of Vill-Gakunda, Po-Gajdharpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Khabiruddin Sekh to Khabirud-din SK and henceforth I shall be known as Khabiruddin SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/07/2026. My name Khabiruddin SK & Khabiruddin Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, JIYAUl HAQUE (old name) S/O-Abdulhaque Hak, Resident of Vill +P.O-Baratan gram.P.S-Mol-larpur, Dist-Birbhum,W.B, do hereby declare that I have changed my name from JIYAUl HAQUE (old name) to MD.JIAU! HAQUE (new/correct name) and henceforth I shall be Known as MD.JIAU! HAQUE (new/correct name) in all purpose, vide affidavit no.1539,sworn in the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Rampurhat, Birbhum, on Date-17/07/2026, MD.JIAU! HAQUE (new/correct name) and JIYAUl HAQUE (Old Name) both are same and one identical person.	I, ABDULAJIZ MONDAL(Old Name) S/O-Mohar Mandal residing at Vill-Dakshin Sundarpur,P.O.-Satterbia, P.S.-Gopalnagar, Dist-North 24 Par-ganas, Pin-743262 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AB-DULAZIZ MONDAL to ABDULAJU! MANDAL and henceforth I shall be known as ABDULAJU! MAN-DAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bon-gang, North 24 Parganas dated 17/07/2026. AB-DULAZIZ MONDAL and ABDULAJU! MANDAL both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Tapan Kumar Mondal, S/O Nilmad-hav Mondal, residing at vill: Chhatma, PO: Chhakpara, PS: Rampurhat, Birb-hum, WB have changed my name and shall henceforth be known as SEKH MAHAM-MAD BABU as Declared before the Ld Chief Judicial Magistrate (Asansol Court)Dist Paschim Bardhaman, state wb vide affidavit no 185 dated 04.09.2025. SK MD BABU and Sekh mahammad babu both are same and identical Person.	I, Moltar Rahaman, S/O Abdul Kerim, resident of Vill : Sahantapur, PO: Ningha, PS: Margram, Birbhum, WB do hereby declare that I have changed my daughter's name from Shahanurillalh Rahaman (old name) to Soha Rahaman (new name) and henceforth she shall be known as Soha Rahaman in all purpose, vide affidavit no 399 sworn before the Judicial Magistrate 3rd court, Ram-purhat, on 21.07.2026 Soha Rahaman and Shahanurillalh Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, SK MD BABU S/O SEKH LAL MO-HAMMAD Residing At Vill- Nimsa PO- Khottadhi Dist - Paschim bardhaman West Bengal 713378 Shall hence- forth be known as SEKH MAHAM-MAD BABU as Declared before the Ld Chief Judicial Magistrate (Asansol Court)Dist Paschim Bardhaman, state wb vide affidavit no 185 dated 04.09.2025. SK MD BABU and Sekh mahammad babu both are same and identical Person.	I, Moliar Rahaman, S/O Abdul Kerim, resident of Vill : Sahantapur, PO: Ningha, PS: Margram, Birbhum, WB do hereby declare that I have changed my daughter's name from Shahanurillalh Rahaman (old name) to Soha Rahaman (new name) and henceforth she shall be known as Soha Rahaman in all purpose, vide affidavit no 399 sworn before the Judicial Magistrate 3rd court, Ram-purhat, on 21.07.2026 Soha Rahaman and Shahanurillalh Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	নাম পরিবর্তন
I, CHITTYARANJAN SARDAR(Old Name) S/o- LT. MAHEN-DRA SARDAR(Old Name) residing at 5/H/7, Nether Bagan Lane, Kolkata-700005 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from CHITTYARANJAN SARDAR S/o LT. MAHENDRA SARDAR to CHITTYARANJAN SINGH S/o LT. MAHENDRA SINGH and henceforth I shall be known as CHITTYARANJAN SINGH (new name) I am in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta dated 13/02/2026 CHITTYARANJAN SARDAR S/O LT. MAHENDRA SARDAR and CHITTYARANJAN SINGH both are same and one identical person.	কমি Selim Shaikh, S/O Kerim Shaikh, গ্রাম+ পোঃ ভদ্রপুর, থানা= নলুটি, ঝির্কন, পশ্চিমবঙ্গের বাঁদীয়া। আমার পাল্প নাম Selim Shaikh, S/O Kerim Shaikh, যা আমার আমার, রেজিষ্টার এবং পান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (Reg. No. WB45 6772) Selim Sekh, S/O Kerim Sekh লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২২.০৭.২০২৬ তারিখ আমারপুত্র নোবির পালকি কর্তৃকভিক্রি (ক্রয়িক নং ৭১) বলে ঘোষণা করছি। Selim Shaikh, S/O Kerim Shaikh and Selim Sekh, S/O Kerim Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমার মৌখিক স্বর ৮২০২৫৭১৮০।

